(Bangla) گناہوں سے پاک سماج

গুনাহ থেকে পবিত্রতা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গুনাহ থেকে পবিত্রতা

আত্তারের দোয়া:

হে আল্লাহ! যে কেউ পুস্তিকা "গুনাহ থেকে পুতঃপবিত্র" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে গুনাহ থেকে পুতঃপবিত্র করে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ করাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরূদে পাক পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত অবতির্ণ করেন। **(মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮)**

ঈদের পর ৬টি রোযার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী:

নবজাতকের ন্যায় গুনাহ থেকে পবিত্র

﴾১﴿ "যে রমযানের রোযা রাখলো, অতঃপর ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেনো আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১০২)

যেনো সারা জীবন রোযা রাখলো

﴾২﴿ "যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর আরো ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে এমন যে, যেনো সারা জীবনের জন্যই রোযা রাখলো।"

(মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)

সারা বছর রোযা রাখুন

﴾৩﴿ "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো, কেননা যে একটা নেকী করবে সে দশটি নেকী পাবে। **রমযান** মাসের রোযা দশ মাসের সমান এবং এই ছয়দিনের পরিবর্তে দুই মাস, সুতরাং সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।"

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৬০,২৮৬১)

ঈদের পর ছয় রোযা কখন রাখবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"বাহারে শরীয়ত"** এর টিকায় লিখেন: "উত্তম হচ্ছে এই যে, এই রোযা পৃথক পৃথক ভাবে রাখা আর যদি ঈদের পর লাগাতার ছয়দিন একত্রে রেখে দেয়, তবুও সমস্যা নেই।" **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০১০ পৃষ্ঠা)**

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা হলে, তবুও কোন অসুবিধা নেই এবং উত্তম হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখলো আর অবশিষ্ট সারা মাসে মিলিয়ে রাখলো তবে তাও ভালো। **(সুন্নী বেহেশতী যে'ওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)** মূলকথা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরো মাসে যখন ইচ্ছা ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিলহিজ্জাতুল হারামের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

ফতোয়ায়ে রযবীয় দশম খন্ডের ৬৪৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রোযা ইত্যাদি নেক আমলের জন্য **রমযানুল মোবারকের** পর সকল দিন হতে উত্তম হচ্ছে যিলহজ্বের প্রথম দশদিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

যিলহিজ্জাতুল হারামের ১০ দিনের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৪টি বাণী

﴾১﴿ "এই দশদিন অপেক্ষা বেশি কোন দিনের নেক আমল **আল্লাহ তায়ালার** নিকট প্রিয় নয়।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** পথে জিহাদ?" ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ তায়ালার** পথে জিহাদও নয়, কিন্তু সে-ই, যে আপন প্রাণ ও মাল নিয়ে বের হলো, অতঃপর তা থেকে কিছু ফেরত আনলো না।" (অর্থাৎ শুধু ঐ মুজাহিদই উত্তম, যে প্রাণ ও মাল কুরবান করতে সফল হয়েছে)

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৬৯)

﴾২﴿ **"আল্লাহ তায়ালার** নিকট যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা বেশি অন্য কোন দিন আপন ইবাদত করা পছন্দনীয় নয়, এর প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা শবে কদরের সমান।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৮)

﴾৩﴿ **"আল্লাহ তায়ালার** প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে যে, আরাফার (অর্থাৎ ৯ **যিলহিজ্বাতুল হারাম**) দিনের রোযা এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।" (মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৯৬)

﴾৪﴿ আরাফার (অর্থাৎ ৯ **যিলহিজ্বাতুল হারাম**) রোযা হাজার রোযার সমান। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৭৬৪) (কিন্তু আরাফাতে অবস্থানকারী হাজীদের আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাফার দিন (৯ **যিলহিজ্বাতুল হারাম** এর দিনে হাজীকে) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

‘আইয়ামে বীয’ এর রোযা

প্রত্যেক মাদানী মাসে (অর্থাৎ আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা রয়েছে। উত্তম হচ্ছে যে, এই রোযাগুলো ‘আইয়্যামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

﴾১﴿ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারটা বিষয় ছাড়তেন না, আশুরার রোযা এবং যিলহজ্ব মাসে দশদিনের রোযা আর প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা ও ফযরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু’রাকাত (অর্থাৎ সুন্নাত) নামায”। (নাসায়ী, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৩) হাদীসে পাকের এই অংশ “আশুরার রোযা এবং যিলহজ্ব মাসে দশদিনের রোযা” দ্বারা উদ্দেশ্যে যিলহজ্ব মাসের প্রথম নয়দিনের রোযা, অন্যথায় যিলহজ্ব মাসে দশ তারিখ রোযা রাখা হারাম। (মিরাতুল মানাজিহ থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

﴾২﴿ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘আইয়ামে বীয’ এ রোযা না রেখে থাকতেন না, সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক।

(নাসায়ী, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৪২)

﴾৩﴿ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন: “**তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মাসে শনি, রবি এবং সোমবার আর অপর মাসে মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আইয়ামে বীযের রোযা সর্ম্পকে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

﴾১﴿ "যেমনিভাবে তোমাদের নিকট যুদ্ধে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল থাকে, তেমনিভাবে রোযা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে তোমাদের জন্য ঢাল এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা হচ্ছে সর্বোত্তম রোযা।" (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১২৫) ﴾২﴿ প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা এমন, যেনো সর্বদা রোযা। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭৫) ﴾৩﴿ **রমযানের** রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা অন্তরের কপটতা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩১৩২) ﴾৪﴿ যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো, কেননা প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ মিটিয়ে করে দেয় আর গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে। (মু'জামু কবীর, ২৫তম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০) ﴾৫﴿ যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রাখো। (নাসায়ী, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৭)

মৃত্যুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আইয়ামে বীয এর রোযা, নেকী ও সুন্নাতের মানসিকতা তৈরীর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। শুধু দূর থেকে চেয়ে দেখলে হবে না, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। **রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাফও** করুন। اِنْ شَآءَ الله আপনার সেই রূহানী শান্তি অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে এসে কেমন কেমন পথভ্রষ্ট ও বিকৃত মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়ে যায় তার একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করুন। তেহসীল টুল (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক যুবক খুবই ঝগড়াটে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিলোম, মারামারি ও ঝগড়াঝাটি ছিলো তার পছন্দনীয় কাজ, তার অত্যাচারে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

পুরো মহল্লাবাসী অতিষ্ঠ ছিলো এবং পরিবারের লোকেরা এতোই অসন্তুষ্ট ছিলো যে, **তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতো**। সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে **রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাফের** দাওয়াত দিলো, সে ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ বলে দিলোএবং **রমযানুল মোবারকে** (১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ ইংরেজী) আত্তারাবাদের **মেমন মসজিদে** আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। ইতিকাফের সময় সে ওযু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি তাছাড়া **আল্লাহ তায়ালার** হক ও বান্দার হক এবং মুসলমানের সম্মান সম্পর্কে বিধানাবলী শিখলো, ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ সুন্নাতে ভরা বয়ান ও ভাবাবেশ পূর্ণ দোয়া তাকে জাগিয়ে তুললো! খুবই অনুতপ্ত হয়ে সে অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করলো, নেক কাজের ইচ্ছা অন্তরে জেগে উঠলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে **ইশকে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতীক দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো, মাথাকে সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট দ্বারা সবুজাভ করে নিলো এবং ঝগড়াঝাটি ও মারামারির স্থলে **নেকীর দাওয়াতের** প্রেমিক হয়ে গেলো।

আ'ও আ'কর গুনাহো সে তাওবা করো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রহমতে হক সে দামন তুম আ'কর ভরো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কীত ৫টি বর্ণনা

﴿১﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল তখনই উপস্থাপন করা হোক, যখন আমি রোযাদার।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৭) যেনো রোযার বরকতে **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের নদীতে জোয়াড় আসে। (মীরাত, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

﴾২﴿ **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন, এ সম্পর্কে আরয করা হলে ইরশাদ করেন: এই উভয় দিনে **আল্লাহ তায়ালা** প্রত্যেক মুসলমানের মাগফিরাত করেন, কিন্তু ঐ দু'ব্যক্তি ব্যতিত, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করেন: তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষন না তারা পরস্পর মীমাংসা করে নেয়। **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে **"মীরাত"** ৩য় খন্ডের **১৯৬** পৃষ্ঠায় বলেন: سُبْحٰنَ الله! এই দু'টি দিন খুবই মহত্বপূর্ণ এবং বরকতময়, কেনইবা হবে না, এই মহৎদের সাথে সম্পর্ক যে, "বৃহস্পতিবার" তো জুমার প্রতিবেশী এবং হযরত আমেনা খাতুনের গর্ববতী হওয়ার দিন আর "সোমবার" **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের দিনও কোরআনে করীম অবতীর্নেরও দিন।

﴾৩﴿ উম্মূল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকতেন। **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫)**

﴾৪﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সোমবার শরীফের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: এদিন আমার বিলাদত (শুভ জন্ম) হয়েছে, এদিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। **(মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮, ১১৬২)**

﴾৫﴿ হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর গোলাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সফররত অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম: কি কারণে আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোমবার

ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তিনি বললেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কারণ কি যে, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তখন ইরশাদ করলেন: মানুষের আমলগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত

﴿১﴾ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় রাসূল, হযরত আমিনা** رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **এর বাগানের সুবাসিত ফুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদরূপী বাণী হচ্ছে: "যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (আবু ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬১০)

﴿২﴾ হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করতে শুনেছেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সব সময় রোযা রাখবো? **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ রইলেন, পুনরায় আরয করলেন: এবারও রইলেন। তৃতীয়বার আরয করলে ইরশাদ করলেন: রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে? আরয করলেন: "আমি **ইয়া নবী আল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তখন উত্তরে ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় তোমার প্রতি তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এরূপ করো, তবে যেনো তুমি সর্বদা রোযা রাখলে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৮)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

﴾৩﴿ **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রোযার ফযীলত

সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴾১﴿ "যে বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(মু'জামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩)

﴾২﴿ যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা প্রাসাদ তৈরী করবেন এবং তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৭৩)

﴾৩﴿ "যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখলো, অতঃপর শুক্রবার দিন অল্প বা বেশি সদকা করে, তবে সে যে গুনাহ করেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন হয়ে যাবে যেমনটি সে ঐ দিন ছিলো, যেদিন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

﴾১﴿ "যে শুক্রবারের রোযা রাখলো, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন এবং সেই দিন (সময়ের হিসেবে) দুনিয়ার দিনের মতো নয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬২)

ফতোয়ায়ে রযবীয়া ১০ম খন্ডের ৬৫৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: জুমার রোযা অর্থাৎ শুক্রবারের রোযার সাথে যখন শনিবার বা বৃহস্পতিবার মিলে যাবে, তবে বর্ণিত আছে যে, **দশ হাজার বছর রোযার সমান।**

﴿২﴾ "যে জুমা আদায় করলো এবং এদিনের রোযা রাখলো আর রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো ও জানাযার সাথে গেলো আর বিবাহে উপস্থিত হলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।"

(মু'জামু কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৮৪)

﴿৩﴾ "যে রোযা অবস্থায় শুক্রবারের ভোর করলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর জানাযার সাথে গেলো ও সদকা করলো, তবে সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিলো।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৪)

﴿৪﴾ "যে শুক্রবার রোযা রাখলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর মিসকীনকে আহার করালো ও জানাযার সাথে চললো, তবে তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না। (প্রাগুক্ত, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৬৫) হাদীসে পাকের এই অংশ "তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না" দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো তার নেকীরই তৌফিক অর্জিত হবে অথবা গুনাহ সম্পন্ন হতেই এমন তাওবা নসীব হবে, যা তার গুনাহ মিটিয়ে দেবে।

﴿৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জুমার দিনে রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন। (প্রাগুক্ত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটি রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে শুক্রবারেও করতে হয়, কেননা বিশেষভাবে শুধুমাত্র শুক্রবার কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহী (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)। অবশ্য যদি কোন বিশেষ তারিখে শুক্রবার কিংবা শনিবার

এসে যায়, তবে ক্ষতি নেই। যেমন; ১৫ **শা'বানুল মুআয্যম** (শবে বরাত), ২৭ **রজবুল মুরাজ্জব** (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধুমাত্র শুক্রবার রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿১﴾ "শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা আর শুক্রবার দিনকে অন্যান্য দিনের ন্যায় রোযার জন্য নির্দিষ্ট করোনা, কিন্তু তোমরা এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালন করতেই হবে। (মুসলিম, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৪৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মিরাত** ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় "শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা।" এর আলো বলেন: অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ইবাদত করাতে নিষেধ নাই, বরং অন্যান্য রাতে একেবারে ইবদত না করা ঠিক নয়, কেননা তা উদাসীনতার প্রমাণ স্বরূপ, যেহেতু শুক্রবার রাতই বেশি মহত্বপূর্ণ, সম্ভাবনা ছিলো যে, লোকেরা একেই নফল ইবাদতের জন্য বিশেষ করে নেবে, তাই এই রাতের নাম নেয়া হয়েছে।

﴿২﴾ "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে বরং এর পূর্বে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেবে।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮৫)

﴿৩﴾ "শুক্রবার তোমাদের জন্য ঈদ, শুধু এ দিনে রোযা রেখো না বরং পূর্বে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখো।" (আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১)

হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো যে, শুধু শুক্রবার রোযা রাখা উচিত নয়, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন গুরুত্ব সহকারে শুধুমাত্র শুক্রবারেই রোযা রাখা হয়, যদি বিশেষভাবে নয় বরং শুক্রবার দিনটি ছুটি ছিলো, তাই এই সুযোগে রোযা রেখে নিলো, তবে ক্ষতি নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মিরাত** ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন: যেমন; কোন ব্যক্তি প্রতি মাসের এগারো তারিখ বা বার তারিখ রোযা রেখে অভ্যস্ত এবং ঘটনাক্রমে এই দিন শুক্রবার এসে গেলো, তবে রেখে নিবে, এখন তা অনুত্তমও নয়।

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কে একটি ফতোয়া

এ প্রসঙ্গে **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** (সংশোধীত) ১০ম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে জ্ঞান সম্পন্ন প্রশ্নোত্তর প্রত্যক্ষ করুন: **প্রশ্ন:** ওলামায়ে দ্বীনদের এ মাসআলা সম্পর্কে কি অভিমত যে, শুক্রবার নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি শুক্রবার রোযা রাখলো, আরেকজন তাকে বললো যে, শুক্রবার হচ্ছে মুমিনদের ঈদ, এই দিন রোযা রাখা মাকরূহ এবং জোড় করে দুপুরের পর রোযা ভঙ্গ করিয়ে দিলো এবং **"সিররুল কুলুব"** কিতাবে মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে লেখা দেখিয়ে দিলো। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গকারীর দায়িত্বে কাফ্ফারা অর্পিথ হবে কি না? আর ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তির কোন অপরাধ আছে কি না? **উত্তর:** শুক্রবারের রোযা বিশেষ করে এই নিয়্যতে রাখা যে, আজ শুক্রবার, এই দিনের রোযা গুরুত্ব সহকারে রাখা উচিৎ, তবে তা মাকরূহ, কিন্তু এমন মাকরূহ নয় যে, তা ভঙ্গ করা আবশ্যক, আর যদি বিশেষ গুরুত্বের নিয়্যত ছিলো না, তবে মূলত ক্ষতিও নাই, ঐ দ্বীতিয় ব্যক্তির যদি মাকরূহ হওয়ার নিয়্যত সম্পর্কে জানে না, তাই তো অভিযোগই মূলত বোকামী এবং রোযা ভঙ্গ করিয়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কঠিন অপরাধ আর জানা থাকলেও তবু মাসআলা জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট ছিলো, রোযা ভঙ্গ করিয়ে নয়, তাও আবার দুপুরের পর, যার অধিকার নফল রোযার

ক্ষেত্রে পিতামাতা ব্যতিত আর কারো নেই, ভঙ্গকারী ও ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তি উভয়েই গুনাহগার হবে, ভঙ্গকারীর উপর কাযা আবশ্যক, কাফ্ফারা একেবারেই নেই। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

শনিবার ও রবিবারের রোযা

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শনিবার ও রবিবার রোযা রাখতেন আর বলতেন: "এ দু'টি দিন (শনিবার ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন আর আমি চাই যে, তাদের বিরোধীতা করি।" **(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৬৭)**

শুধু শনিবার রোযা রাখা নিষেধ। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন বুসর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর বোন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেন যে, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "শনিবারের রোযা ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।" হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: এই হাদীস 'হাসান' আর এখানে নিষেধ মানে কোন ব্যক্তির শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া, কেননা ইহুদীরা এই দিনের সম্মান করে। **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৪)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

নফল রোযার ১৩টি মাদানী ফুল

- মা বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার আনুগত্য করবে। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**
- স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। **(প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**
- নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে। **(প্রাগুক্ত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**

- নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করেনি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভঙ্গ হয়ে গেছে, যেমন; মহিলাদের রোযাবস্থায় 'হায়েয' (ঋতুস্রাব) এসে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো, কিন্তু কাযা ওয়াজিব। **(প্রাগুক্ত, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)**
- নফল রোযা বিনা কারণে ভঙ্গ করা নাজায়িয। মেহমানের সাথে যদি গৃহকর্তা আহার না করে তবে মেহমান অসন্তুষ্ট হবে। অথবা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে গৃহকর্তার কষ্ট হবে, তবে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এটি অপারগতা (ওযর) হিসেবে গণ্য হবে; তবে শর্ত হলো যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, সে তা কাযা আদায় করে নিবে, আরো শর্ত যে, তা 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা' (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্বে ভঙ্গ করবে; পরে নয়।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৫-৪৭৬ পৃষ্ঠা)

- পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে আসরের পূর্ব পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; আসরের পরে নয়। **(প্রাগুক্ত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**
- যদি কোন ইসলামী ভাই দাওয়াত করলো, তবে 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা' (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**
- অনুরূপভাবে নিয়্যত করেছে যে, "কোথাও দাওয়াত হলে রোযা নয় এবং দাওয়াত না হলে রোযা।" এ ধরণের নিয়্যত সঠিক নয়, এমতাবস্থায় সে রোযাদার নয়। **(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)**
- চাকর কিংবা শ্রমিক নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারে, তবে যে তাকে চাকুরী কিংবা শ্রমিক হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি আবশ্যক। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতির প্রয়োজন নেই।[১] **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)**

১. চাকরী সম্পর্কে আরো অধিক জ্ঞান লাভের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত "হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল" রিসালাটি অবশ্যই পাঠ করে নিন।

- ইলমে দ্বীনের ছাত্র যদি নফল রোযা রাখে, তবে দূর্বল হয়ে যাবে, ঘুম আসবে এবং অলসতার কারণে ইলমে দ্বীন অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, নফল রোযা না রাখা।
- হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে 'সাওমে দাউদী' বলে এবং আমাদের জন্য এটাই উত্তম। যেমন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "উত্তম রোযা হচ্ছে আমার ভাই দাউদ (عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام) এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রাখতেন না এবং শত্রুর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭০)
- হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন এবং শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন আর এভাবে মাসের শুরুতে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে রোযাদার থাকতেন।

(ইবনে আসাকির, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

- "সাওমে দাহর" অর্থাৎ ঐ পাঁচদিন ব্যতিত (অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম এবং যিলহজ্বের দশ তারিখ থেকে তের তারিখ পর্যন্ত যেদিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম) সর্বদা রোযা রাখা 'মাকরূহে তানযিহী' (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

সর্বদা রোযা রাখা

সর্বদা রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞার উপর **"বুখারী শরীফ"** এর এই হাদীসটিও রয়েছে এবং এর সারমর্ম ওলামারা ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ অর্থাৎ যে সর্বদা রোযা রাখে, সে রোযাই রাখলো না। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭৯)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হাদীসের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: যদি এই বিষয়কে "نَهْی" এর অর্থে গ্রহণ করি (অর্থাৎ যদি এই হাদীসের এই অর্থ গ্রহণ করি যে, সর্বদা রোযা রাখা নিষেধ এবং যে রাখবে সে কোন সাওয়াব পাবে না) তবে (এই অবস্থায় হাদীসের) এই বাণী সেই লোকদের জন্য, যারা ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখার কারণে তার এই প্রবল ধারণা হয় যে, এতোই দূর্বল হয়ে যাবে, তার উপর যে দায়িত্ব সমূহ ওয়াজিব, তা আদায় করতে পারবে না, সেই দায়িত্ব দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, যেমন; নামায, জিহাদ, সন্তানের লালন পালনের জন্য উপার্জন করা, এবং (প্রথম অবস্থার বিপরীতে দ্বীতিয় অবস্থা এরূপ যে) যদি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার কারণে (যদি) তার (রোযাদারের) এরূপ প্রবল ধারণা হয় যে, ওয়াজিব দায়িত্ব তো যথাসম্ভব আদায় করে নিবো, কিন্তু ওয়াজিব নয় এমন দায়িত্ব আদায় করার শক্তি থাকবে না, তার জন্য রোযা মাকরূহ বা উত্তম নয় এবং যার এরূপ প্রবল ধারণা হলো যে, সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার পরও সকল ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব দায়িত্ব যথাসম্ভব আদায় করে নিতে পারবে, তার জন্য ক্ষতি নেই। কিছু সাহাবায়ে কিরাম যেমন; আবু তালহা আনসারী এবং হামযা বিন আমর আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখতেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের নিষেধ করেননি, অনুরূপভাবে অনেক তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কিরামরাও সওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার বর্ণনা রয়েছে। (আশিয়াতুল লুমআত, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা) (নুযহাতুল কারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জীবন, সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে অধিকহারে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন, তা কবুলও করুন আর আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দিন এবং **আমাদের প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net